সংবাদ

তারিখ ... 06 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

বদরগঞ্জে বখাটের ভয়ে ছাত্রীর স্কুলে যাওয়া বন্ধ

আতঙ্কে পরিবার

প্রতিনিধি, বদরগঞ্জ (রংপুর)

রংপুরের বদরগঞ্জে উত্ত্যক্তের শিকার ঐ ছাত্রী স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। এ ঘটনায় ওই স্কুলছাত্রী স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাছে লিখিত আবেদন করলেও কোন কাজ হয়নি। ফলে বখাটের অব্যাহত হুমকিতে আতঙ্কে রয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। ঐ ছাত্রী উপজেলার কালুপাড়া ইউনিয়নের শঙ্করপুর সরকারপাড়ার লোকমান হোসেনের মেয়ে এবং গুটিরডাঙ্গা হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী।

জানা গেছে, ঐ ছাত্রীকে প্রায় ৬ মাস আগে থেকে প্রতিবেশী কাইয়ুমের বখাটে ছেলে ও বিবাহিত যুবক চান মিয়া খারাপ প্রস্তাব দিয়ে আসছে। কিন্তু তার সেই প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ওই বখাটে একদিন ঐ ছাত্রীকে শারীরিকভাবে আঘাত করে এবং অপহরণ করার চেষ্টা চালায়। পরে সহপাঠীরা এসে বখাটে চান মিয়ার কবল থেকে লিপিকে উদ্ধার করে। তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি লিপির অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, কালুপাড়া ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বার ও ইউপি চেয়ারম্যানকে জানান। এছাড়া মেয়ের জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে বাবা লোকমান হোসেন বদরগঞ্জ থানায় একটি সাধারণ ডায়ের করেন। কিন্তু এসবে কাজ না হওয়ায় বখাটে চান মিয়া আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং ঐ ছাত্রীর শ্লীলতাহানীসহ প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এ কারণে লিপির স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। তবে পড়াশোনা অব্যাহত রাখতে ও বখাটের কেবল থেকে রক্ষা পেতে ঐ ছাত্রী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে লিখিত আবেদন করে। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বদরগঞ্জ থানার ওসিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। পুলিশ বিষয়টি নিয়ে নানা টালবাহানা করতে থাকে। এ কারণে বখাটে চান মিয়া লিপিসহ তার পরিবারের ওপর নানাভাবে অত্যাচার শুরু করে- এমনই অভিযোগ অভিভাবকের। ঐ ছাত্রীর মা রুপালী বেগম জানিয়েছেন- চান মিয়ার অত্যাচারে বাড়িতে থাকাই দায় হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, এতদিন মনে করেছিলাম মেয়ের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলে সে আমাদের রেহাই দেবে। কিন্তু এখন দেখছি সে বাড়িতে এসে নানাভাবে অত্যাচার করছে।

এ ব্যাপারে কথা হলে এনজিও ব্র্যাকের (লিগ্যাল এইড) সিনিয়র উপজেলা ম্যানেজার এনামুল হক বলেন, বিষয়টি নিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা হলেও কোন কাজ হয়নি।

তিনি বলেন, সভ্য সমাজে এমন ঘটনা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। কালুপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল হক মানিক বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করে বলেন, চান মিয়া এখন আর বাড়িতে থাকে না। সে কোথায় থাকে তার পরিবারের লোকজনও জানেন না। বিষয়টি সিরিয়াসলি দেখতে তিনি প্রশাসনের কাছে জোর দাবি করেন।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এসএম শহিদুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি আমার জানা ছিল না। তবে আমি প্রধান শিক্ষকের কাছে জানতে চাইব কেন ওই বখাটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হলনা।

এদিকে বদরগঞ্জ থানার ওসি মোস্তাফিজার রহমান সেলফোনে জানিয়েছেন-এতদিন নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেককিছুই দেখা সম্ভব হয়নি। তবে যত দ্রুত সম্ভব ওই বখাটের বিরুদ্ধে পুলিশ অ্যাকশনে যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।